মোয়াক্কেল ও ফেরেশতাদের সাহায্য লাভের গোপন রহস্য

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

মোয়াক্কেল ও ফেরেশতাদের সাহায্য লাভের গোপন রহস্য

ভূমিকা:

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু রাত আসে যখন মানুষ আর মানুষের থাকে না, অদৃশ্য শক্তির আবরণে ঢেকে যায় তার চারপাশ।আপনি কি কখনও গভীর রাতে একা তাহাজ্জুদের জায়নামাজে বসে অনুভব করেছেন যে, আপনার পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, অথচ ফিরে তাকালে কাউকে দেখা যায় না? কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে এমন কেউ আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যাকে আপনি চেনেন না, জানেন না, এমনকি কল্পনাও করতে পারেন না।এই অদৃশ্য সাহায্যকারীরা কারা, যারা বাতাসের বেগে আসে এবং আলোর গতিতে মিলিয়ে যায়? আজ আমরা সেই নিষিদ্ধ দরজার তালা খুলতে যাচ্ছি, যার ওপাশে অপেক্ষা করছে নূরের তৈরি এক অলৌকিক জগৎ এবং সেখানে প্রবেশের চাবিকাঠি।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আধ্যাত্মিকতার এই গহীন অরণ্যে আপনাদের স্বাগতম।আমি আপনাদের খাদেম, হাফেজ

সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব কুরআনের এমন এক গভীরে, যেখানে মোয়াক্কেল ও ফেরেশতাদের উপস্থিতি নিছক গল্প নয়, বরং জ্বলজ্যান্ত সত্য।

অধ্যায় ১: অদৃশ্য জগতের প্রথম ডাক

মানুষ যখন মাটির পৃথিবীতে ঘুমিয়ে থাকে, তখন আসমানের দরজায় এমন কিছু সত্তা জেগে থাকে যারা কেবল আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় প্রহর গোনে।আমরা যে বাতাস শ্বাস হিসেবে গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণার সাথে মিশে আছে অগণিত ফেরেশতা ও মোয়াক্কেল, যারা আমাদের চোখের আড়ালে প্রতিনিয়ত পাহারা দিয়ে চলেছে।কিন্তু এই জগৎ সাধারণ চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন হয় ক্বলবের চোখ বা বাতেনি নজরের যা খুলতে হলে আপনাকে দুনিয়াবি লোভ-লালসা বিসর্জন দিতে হবে।প্রাচীন যুগের আউলিয়ায়ে কেরামরা যখন গহীন জঙ্গলে বা গুহার অন্ধকারে ধ্যানে মগ্ন হতেন, তখন বন্য পশুরা তাদের পাহারা দিত, কারণ তাদের সাথে থাকত সেই মোয়াক্কেলদের অদৃশ্য শক্তি।এই শক্তি কোনো জাদু বা মন্ত্র নয়, বরং এটি হলো পবিত্রতা এবং ইবাদতের এমন এক স্তর যেখানে পৌঁছালে সৃষ্টিজগত আপনার অনুগত হতে বাধ্য হয়।মনে রাখবেন, এই পথে পা বাড়ানো মানে

আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করার মতো কঠিন এক পরীক্ষা।

অধ্যায় ২: জিন ও মোয়াক্কেলের সূক্ষ্ম পার্থক্য

অনেকেই জিন এবং মোয়াক্কেলকে গুলিয়ে ফেলেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে এদের মধ্যে আকাশ ও পাতাল ব্যবধান রয়েছে যা জানা প্রত্যেক সাধকের জন্য ফরজ।জিন আগুনের তৈরি এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই আছে, কিন্তু মোয়াক্কেল হলো নূরের তৈরি বিশেষ সত্তা যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট নাম বা আয়াতের পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত থাকেন।যখন আপনি কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা আল্লাহর নাম একনিষ্ঠভাবে জিকির করেন, তখন সেই শব্দের কম্পন আরশ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেখান থেকে নির্দিষ্ট মোয়াক্কেল আপনার দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে।জিনকে বশ করা যায় ভয় দেখিয়ে বা জাদুর মাধ্যমে, কিন্তু মোয়াক্কেলকে নিজের আয়ত্তে আনতে হলে প্রয়োজন হয় চরম ভক্তি, চোখের পানি এবং পবিত্রতা।এরা কখনোই কোনো নাপাক স্থানে বা গুনাহগার ব্যক্তির কাছে আসে না, বরং সুগন্ধি ও নূরের পরিবেশে এদের বিচরণ।তাই মোয়াক্কেল হাসিল করার স্বপ্ন দেখার আগে নিজের শরীর ও মনকে ফেরেশতাদের মতো পবিত্র করে তোলাই হলো প্রথম শর্ত।

অধ্যায় ৩: নির্জনতার ভয়াবহ পরীক্ষা

সাধনার পথে নামলে প্রথমেই যে বিষয়টি আপনার সামনে পাহাড়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াবে তা হলো ভীতিপ্রদ নির্জনতা বা 'খলওয়াত' যা দুর্বল চিত্তের মানুষের জন্য মৃত্যুর সমান।যখন আপনি লোকালয় ছেড়ে কোনো অন্ধকার হুজরাখানায় বা নির্জন কক্ষে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হবেন, তখন শয়তান আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাজারো ভীতিকর রূপ ধারণ করবে।

মনে হবে চারপাশের দেয়ালগুলো আপনার দিকে চেপে আসছে, কিংবা কানের কাছে বিকট চিৎকার বা ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে যা আপনার মনোযোগ নষ্ট করতে চায়।

এটি আসলে আপনার ঈমানের পরীক্ষা, কারণ মোয়াক্কেলরা আসার আগে পরিবেশকে এমনভাবে ভারী করে তোলে যা সাধারণ মানুষের স্নায়ু সহ্য করতে পারে না।

অনেক সাধক এই স্তরে এসে ভয়ে পালিয়ে যায় বা পাগল হয়ে যায়, কারণ তারা অদৃশ্য উপস্থিতির সেই তীব্র চাপ বা 'সাকিনা' সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না।এই অধ্যায়ে আপনাকে শিখতে হবে কীভাবে নিজের হৃদস্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অটল পাহাড়ের মতো বসে থাকতে হয়।

অধ্যায় ৪: দেহ ও মনের পরিশুদ্ধি অভিযান

মোয়াক্কেল বা নূরের ফেরেশতাদের সংস্পর্শ পেতে হলে আপনার শরীরকে মাটির তৈরি খাঁচা থেকে নূরের আধারে পরিণত করতে হবে যা সাধারণ গোসলে সম্ভব নয়।

এই স্তরে সাধককে 'তর্কে জালালি' ও 'তর্কে জামালি' অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাণিজ খাবার যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ বর্জন করে শুধুমাত্র নিরামিষ আহার করতে হয়।

শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে যেন দুনিয়াবি দুর্গন্ধ দূর হয়ে জান্নাতি সুবাস বের হয়, সেজন্য সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকা এবং সত্য কথা বলা অপরিহার্য।

মিথ্যা কথা বলা বা হারাম খাবার পেটে থাকলে হাজার বছর সাধনা করলেও মোয়াক্কেল আপনার ছায়াও মাড়াবে না, বরং উল্টো আপনার ক্ষতি হতে পারে।

আপনার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরের তরবারি বানাতে হবে, যাতে অনর্থক কোনো কথা সেখানে স্থান না পায় এবং দৃষ্টিকে রাখতে হবে অবনত।

এই কঠোর নিয়মগুলো মেনে চললে আপনার শরীরের চারপাশে একটি অদৃশ্য নূরের বলয় বা 'ওরা' তৈরি হবে, যা মোয়াক্কেলদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবে।

অধ্যায় ৫: সাধনার উপযুক্ত সময় ও স্থান নির্বাচন

সব সময় বা সব জায়গায় এই সাধনা করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন এমন এক মুহূর্ত যখন পুরো পৃথিবী ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় এবং আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়।রাত গভীর হলে, বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সময় বা রাত দুইটার পর যখন নিস্তব্ধতা গ্রাস করে চারপাশ, তখন মোয়াক্কেলরা পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে।আপনাকে এমন একটি স্থান বেছে নিতে হবে যেখানে মানুষের কোলাহল তো দূরের কথা, পাখির ডানার শব্দও পৌঁছায় না, হতে পারে তা কোনো পুরনো মসজিদ বা নিজের ঘরের কোণ।সেই ঘরটি হতে হবে অন্ধকার, কেবল একটি মাটির প্রদীপ বা সুগন্ধি মোমবাতি জ্বলবে এবং ঘরের বাতাসে গোলাপ বা জান্নাতি আতরের সুবাস ভাসবে।জায়নামাজে বসার সময় আপনার মুখ থাকবে কাবার দিকে এবং মন থাকবে আরশে আজিমে, যেন আপনি আল্লাহর সামনে সরাসরি উপস্থিত।এই পরিবেশই হলো সেই রানওয়ে যেখানে অদৃশ্য জগতের বিমান অর্থাৎ মোয়াক্কেলরা অবতরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

অধ্যায় ৬: ভয়কে জয়ের মানসিক প্রস্তুতি

সাধনার মাঝপথে এমন কিছু দৃশ্য আপনার চোখে ভাসবে যা দেখে আপনার রক্ত হিম হয়ে যেতে পারে, যেমন বিশাল আকৃতির ছায়া বা তীব্র

আলোর ঝলকানি।অনেক সময় মনে হবে আপনার শরীরে কেউ হাত রাখছে বা আপনার জায়নামাজ কেউ টেনে ধরছে, কিন্তু এই সময়ে ভয় পেয়ে জিকির বন্ধ করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।আপনাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর কালামের পাহারাদাররা কখনোই আপনার ক্ষতি করবে না, বরং তারা আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করছে।এই সময় 'আয়াতুল কুরসি'র বা 'হিসার' বা নিরাপত্তা বেষ্টনী আপনার চারপাশে বন্ধ করে নিতে হবে যাতে কোনো দুষ্ট জিন আপনাকে আছর করতে না পারে।সাহসিকতা এখানে গায়ের জোর নয়, বরং রুহানি বা আত্মিক জোর যা আপনাকে ঝড়ের রাতেও প্রদীপের মতো স্থির রাখবে। যারা এই ভয়কে জয় করতে পারে, কেবল তারাই পর্দার ওপাশে উঁকি দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

অধ্যায় ৭: মোয়াক্কেল হাসিলের মূল সাধনা (আমল)

মোয়াক্কেল বা ফেরেশতাদের সাহায্য লাভের জন্য সূরা ইখলাস ও আল্লাহর গুণবাচক নাম 'ইয়া সামাদু'-এর এক বিশেষ রিয়াজত বা সাধনা রয়েছে যা একনাগাড়ে ২১ দিন করতে হয়।এই সাধনার জন্য প্রতি চন্দ্র মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শুক্রবারের রাতে পাক-পবিত্র হয়ে, সাদা পোশাক ও সুগন্ধি মেখে নির্জন ঘরে প্রবেশ করবেন। প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ

করবেন এবং এরপর ১০০০ বার 'ইয়া সামাদু' এবং ১০০ বার সূরা ইখলাস পূর্ণ মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন।পাঠ করার সময় চোখ বন্ধ রাখবেন এবং কল্পনা করবেন যে আসমান থেকে নূরের বৃষ্টি আপনার ওপর বর্ষিত হচ্ছে এবং আপনার চারপাশে ফেরেশতারা ভিড় করছে। জিকির শেষ হলে আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়বেন। এই ২১ দিনের মধ্যে আপনি স্বপ্নে বা বাস্তবে সাদা পোশাকধারী কোনো বুজুর্গ বা শুভ্র আলোর দর্শন পেতে পারেন, যা আপনার সাধনা কবুল হওয়ার ইঙ্গিত।মনে রাখবেন, আমল চলাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস, মিথ্যা বলা বা কারো মনে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, নতুবা সাধনা ভঙ্গ হবে।

অধ্যায় ৮: উপস্থিতির লক্ষণ ও অনুভূতি

যখন আপনার সাধনা পূর্ণতার দিকে যাবে, তখন আপনি আপনার চারপাশে কিছু অলৌকিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন যা আপনাকে শিহরিত করে তুলবে।হঠাৎ করে ঘরের তাপমাত্রা কমে যাবে বা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগবে, যদিও বাইরে হয়তো তখন প্রচণ্ড গরম।নাকে এমন এক সুঘ্রাণ আসবে যা পৃথিবীর কোনো ফুলের বা আতরের গন্ধের সাথে মিলে না, এটি হলো জান্নাতি খুশবু যা মোয়াক্কেলদের আগমনের বার্তা দেয়।

অনেক সময় মনে হবে আপনার কানের কাছে কেউ সালাম দিচ্ছে বা জিকিরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যা শুনলে আপনার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাবে।কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশনা পাবেন যে আগামীকাল আপনার সাথে কী ঘটতে যাচ্ছে বা কোনো বিপদ থেকে কীভাবে বাঁচবেন।এই লক্ষণগুলো দেখলে বুঝবেন যে আপনার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে এবং মোয়াক্কেল আপনার সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছে।

অধ্যায় ৯: যোগাযোগ ও সাহায্য চাওয়ার নিয়ম

মোয়াক্কেল বা ফেরেশতারা আল্লাহর অত্যন্ত অনুগত বান্দা, তাই তাদের কাছে এমন কিছু চাওয়া যাবে না যা শরিয়ত বিরোধী বা কারো ক্ষতির কারণ হয়।তাদের সাহায্য চাওয়ার নিয়ম হলো, প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করা এবং এরপর বিনয়ের সাথে নিজের বৈধ উদ্দেশ্য বা সমস্যার কথা মনে মনে বলা।আপনি যখন বিপদে পড়বেন বা কোনো জটিল সমস্যায় আটকে যাবেন, তখন চোখ বন্ধ করে সেই সাধনার সময়ের অনুভূতিটা মনে করবেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। মোয়াক্কেলরা সরাসরি মানুষের আকৃতি ধরে আপনার সামনে আসবে না, বরং তারা পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেবে বা মানুষের মনে দয়া সৃষ্টি করে আপনার কাজ সহজ করে দেবে।তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবেন

না বা তাদের দেখার জন্য জিদ করবেন না, কারণ নূরের তেজ সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই।কেবল অন্তরের আকুতি এবং নীরব সংকেতের মাধ্যমেই তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব।

অধ্যায় ১০: ক্ষমতা ধরে রাখা ও বিদায়

আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জন করা যত কঠিন, তা ধরে রাখা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি কঠিন, কারণ সামান্য অহংকার বা গুনাহ এই শক্তিকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারে।মোয়াক্কেল হাসিল হওয়ার পর যদি আপনি সেই শক্তি দিয়ে মানুষকে ঠকানো বা নিজের বড়াই করার চেষ্টা করেন, তবে তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে এবং আপনি পাগল বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন।

এই শক্তি বা সাহায্য পাওয়ার পর আপনাকে আগের চেয়ে বেশি বিনয়ী হতে হবে এবং গোপনে মানুষের উপকার করতে হবে, যাতে কেউ জানতে না পারে।প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সেই আমল বা জিকির চালু রাখতে হবে, যেন সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

মনে রাখবেন, এই জগৎটা একটা আয়নার মতো, আপনি যত পরিষ্কার থাকবেন, প্রতিচ্ছবি তত স্পষ্ট হবে; আর যদি দাগ লাগে, তবে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবে।

শিক্ষণীয় উপসংহার

প্রিয় দর্শক, আজকের এই আলোচনায় আমরা জানলাম যে, মোয়াক্কেল বা ফেরেশতাদের সাহায্য পাওয়া কোনো জাদু বা ভেলকি নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি চরম প্রেমের ফসল।মানুষ যখন নিজেকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর রঙে রঙিন করে, তখন সমগ্র সৃষ্টিজগত তার খেদমতে নিয়োজিত হয়ে যায়।কিন্তু সাবধান! গুরু বা অভিজ্ঞ উস্তাদ ছাড়া একা একা এই গভীর সাধনায় নামবেন না, এতে মানসিক ভারসাম্য হারানোর ঝুঁকি থাকে।আমল করুন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অলৌকিক ক্ষমতার লোভে নয়; আল্লাহ রাজি হলে ক্ষমতা আপনার পায়ে এসে লুটাবে।

আপনি কি আধ্যাত্মিক জগতের আরও গভীর রহস্য এবং গোপন ইলম শিখতে চান? তবে আমাদের ‘তিলিসমাতি মেগাক্লাস’ -এ চোখ রাখুন। পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা নিয়ে আসছি ১২টি রক্ত হিম করা বিষয়:

১. সূরা ফাতিহার মোয়াক্কেল: কীভাবে মাত্র ৭ দিনে সূরা ফাতিহার খাদেমের সাক্ষাৎ পাবেন।

২. আয়াতুল কুরসীর মোয়াক্কেল: শরীরের চারপাশে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরির ফেরেশতা ডাকার নিয়ম।

৩. চার কুলের মোয়াক্কেল: জাদুর প্রভাব নষ্ট করতে চার কুলের মোয়াক্কেলকে কীভাবে কাজে লাগাবেন।

4. সূরা ইখলাসের বিশেষ শক্তি: অভাব দূর করতে সূরা ইখলাসের মোয়াক্কেল হাসিলের গোপন তরিকত।

৫. স্বপ্নের মোয়াক্কেল: ঘুমের মধ্যে মোয়াক্কেলের মাধ্যমে ভবিষ্যতের খবর জানার আমল।

৬. রিজিকের ফেরেশতা: সূরা ওয়াকিয়ার মোয়াক্কেলকে ডেকে কীভাবে ধনী হওয়া যায়।

৭. বিসমিল্লাহর মোয়াক্কেল: ১৯ বারের বিশেষ আমলে বিসমিল্লাহর মোয়াক্কেলকে বশ করার উপায়।

৮. রোগ মুক্তির মোয়াক্কেল: দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে কুরআনি মোয়াক্কেলের সাহায্য নেওয়ার পদ্ধতি।

৯. হারানো বস্তুর সন্ধান: মোয়াক্কেলের মাধ্যমে চোর ধরা বা হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার আমল।

১০. পরীক্ষায় পাসের মোয়াক্কেল: স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও ইলম হাসিলে মোয়াক্কেলের রুহানি সাহায্য।

১১. শত্রুদমনের মোয়াক্কেল: জালেম শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে মোয়াক্কেলের প্রোটেকশন পাওয়ার উপায়।

১২. মোয়াক্কেল বিদায় করার নিয়ম: ভুল বা বিপদের সময় হাজির হওয়া মোয়াক্কেলকে শান্ত করার নিয়ম।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732